The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (XLVI of 1978) এর সংশোধন এবং ইহার সহিত Foreign Contribution (Regulation) Ordinance, 1982 (XXXI of 1982) একীভূত করিয়া প্রণীত বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন-২০১১

বিল---------

যেহেতু বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং এই ধারাবাহিকতায় সরকার বৈদেশিক অনুদান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রমের গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে " The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (XLVI of 1978) এর সংশোধন এবং ইহার সহিত "The Foreign Contribution (Regulation) Ordinance, 1982" জারী করেন-যা বৈদেশিক অনুদানে পরিচালিত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনগত কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে, এবং

যেহেতু, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ দেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে, এবং

যেহেতু, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নকল্পে উল্লিখিত দুইটি আইন একীভূত করিয়া একটি সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করা সময়ের দাবী, এবং

যেহেতু স্বেচছাসেবী কার্যক্রমের জন্য বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্তি ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ এই আইন ''বৈদেশিক অনুদান (স্বেচছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন-২০১১" নামে অভিহিত হইবে।

২। প্রবর্তন ঃ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

৩। পরিধি ঃ সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এই আইন কার্যকর হইবে।

৪। সংজ্ঞা ঃ বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে;

(১) 'সরকার'(Government) বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে।

(২) 'ব্যুরো' (Bureau) বলিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে বুঝাইবে।

(৩) 'সংস্থা' (Organization) বলিতে বাংলদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় সেবামূলক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা ও অধিকার, ত্রাণ ও পুণর্বাসন, কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, জনসচেতনতা, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র ও সুশাসন, মানবাধিকার, প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়ন এবং অধিকার রক্ষা, শিশু ও কিশোর-কিশোরী, প্রবীন ও প্রতিবন্ধিদের অংশগ্রহণ ও অধিকার রক্ষা, সম অধিকার ও সম অংশগ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন,

প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তির সমম্বয়ে গঠিত এবং বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনে নিবন্ধিত অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচছাসেবী সংগঠনকে বুঝাইবে।

(৪) 'বিধিবদ্ধ' (Prescribed) বলিতে এই আইনের আওতায় প্রণীত ও জারীকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধি বুঝাইবে।

(৫) 'স্বেচ্ছা কার্যক্রম' (Voluntary Activities) বলিতে খন্ডিত বা পূর্ণাঙ্গভাবে বৈদেশিক অনুদান দ্বারা স্বেচ্ছায় গৃহীত কোন ব্যক্তি বা সংস্থার অলাভজনক সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও অধিকার, ত্রাণ ও পুণর্বাসন, কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, জনসচেতনতা, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র ও সুশাসন, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়ন এবং অধিকার রক্ষা, শিশু ও কিশোর-কিশোরী, প্রবীন ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ ও অধিকার রক্ষা, সম অধিকার ও সম অংশগ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি বৃত্তিমূলক কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণ এবং উন্নয়ন স্বেচ্ছা কার্যক্রমকে (Goods) অথবা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত কোন কার্যক্রমকে বুঝাইবে।

(৬) 'বৈদেশিক অনুদান' (Foreign Donations) বলিতে বিদেশী কোন সরকার, কোন প্রতিষ্ঠান অথবা কোন নাগরিক, প্রবাসে বসবাসরত কোন বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক 'দাতব্য' বা 'স্বেচ্ছা কার্যক্রম' এর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নগদ অর্থ (Cash) বা পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোনভাবে প্রদত্ত যে কোন অনুদানকে বুঝাইবে।

(৭) 'গঠনতন্ত্র' (Constitution) বলিতে এনজিও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও'র সাধারণ সভায় গৃহীত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত দলিলকে বুঝাইবে।

(৮) 'বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশান' (Foreign Contribution) বলিতে বিদেশী কোন সরকার, কোন প্রতিষ্ঠান অথবা কোন নাগরিক বা প্রবাসে বসবাসরত কোন বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক কোনও দাতব্য উদ্দেশ্যে স্বেচছাসেবামূলক কাজের জন্য আর্থিক (Cash) বা দ্রব্যসামগ্রী (Goods) অথবা প্রেরিত এককালীন কন্ট্রিবিউশান, অনুদান, সাহায্য বা সহযোগিতাকে বুঝাইবে।

(৯) 'পরিচালনা পর্ষদ' (Governing Body) বলিতে পরিষদ, কমিটি, ট্রাষ্টি মন্ডলী অথবা অন্য যে কোন নামীয় পর্ষদ (Body) কে বুঝাইবে এবং সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইহার উপর সংস্থার নির্বাহী কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত থাকিবে।

(১০) 'এনজিও' (NGO) বলিতে সেই সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বুঝাইবে যারা বৈদেশিক অনুদান বা দান গ্রহণের নিমিত্তে ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত।

(১১) 'বৈদেশিক আতিথ্য' বলিতে বৈদেশিক কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক দেশীয় বা বিদেশী কোন এনজিও কর্মকর্তাকে বিদেশে যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান সংক্রান্ত আমন্ত্রণকে বুঝাইবে।

৫। **স্বেচ্ছা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা ঃ**

(১) আপাততঃ বলবৎযোগ্য অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনে সুস্পষ্টভাবে কিছু ব্যক্ত না থাকিলে, কোন ব্যক্তি বা সংস্থা, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে, কোন স্বেচ্ছা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অনুদান বা চাঁদা গ্রহণ করিতে পারিবেনা অথবা উক্ত অনুদান বা চাঁদার অর্থ দ্বারা কোন স্বেচ্ছা কার্যক্রম গ্রহণ বা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) এই আইনের অধীন ব্যুরোর নিকট হইতে নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বৈদেশিক অনুদান বা চাঁদা গ্রহণক্রমে কোন স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৩) সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে অব্যাহতি প্রদান না করিলে, সম্পূর্ণ বা আংশিক বৈদেশিক অনুদান দ্বারা স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি বা সংস্থাকে মহাপরিচালকের নিকট, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণাপত্রে, অন্যান্য

বিষয়ের মধ্যে, সংশিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের পরিমান, উহা প্রাপ্তির উৎস ও উক্ত অনুদান কি কাজে ব্যবহৃত হইবে উহার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহা-পরিচালকের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি, সংশিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত ঘোষণাপত্র দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন সময়সীমা বৃদ্ধি করা হইলে উক্ত ঘোষণাপত্র দাখিলের ন্যূনতম সময়সীমা উক্ত আদেশে উল্লেখ থাকিবে।

৬। **বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে না ঃ-** নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা সংস্থা কোনক্রমেই বৈদেশিক অনুদান বা চাঁদা গ্রহণ করিতে পারিবে না, যথা:-

(ক) জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী;

(খ) জাতীয় সংসদের সদস্য;

(গ) স্থানীয় পরিষদের মেয়র, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান বা সদস্য/সদস্যা;

(ঘ) কোন রাজনৈতিক দল;

(ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি;

(চ) সরকারী বা আধাসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পদে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

৭। **অনুমতি ব্যতীত বৈদেশিক** কন্ট্রিবিউশান **গ্রহণ নিষিদ্ধ ঃ**

(১) সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে-

(ক) বাংলাদেশের কোন নাগরিক বা সংস্থা কোন বৈদেশিক চাঁদা গ্রহণ করিতে পারিবে না;

(খ) কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা নাগরিক এর নিকট হইতে বাংলাদেশের কোন নাগরিক বা সংস্থা কোনরূপ অনুদান, মঞ্জুরী, নগদ অর্থ, বা অন্য কোন প্রকার কন্ট্রিবিউশান গ্রহণ করিতে পারিবে না;

(গ) স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিত বৈদেশিক চাঁদায় (নগদ অথবা সামগ্রী) বিদেশ ভ্রমণ করিতে পারিবেন না।

(২) এই ধারার কোন কিছুই সরকারের কর্তৃত্বে বা অন্য কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৮। নিবন্ধন এবং নিবন্ধন নবায়ন ঃ

(১) কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বৈদেশিক অনুদানের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই আইনের বিধান অনুযায়ী মহাপরিচালকের নিকট হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদানসহ ব্যুরোর নির্ধারিত ফরমে আবেদন ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ মহাপরিচালকের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে। আবেদন ও তথ্যাদি যদি সঠিকভাবে পাওয়া যায় তাহা হইলে মহাপরিচালক আবেদনকারীকে বৈদেশিক অনুদানে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করিবার জন্য নিবন্ধন প্রদান করিবেন এবং অন্যরূপে বাতিল না করা হইলে এরূপ নিবন্ধন ৫(পাঁচ) বছর বলবৎ থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী নিবন্ধন প্রাপ্তির ০৫(পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হইবার ৬(ছয়) মাস পূর্বে পরবর্তী ৫(পাঁচ) বছরের জন্য নিবন্ধন নবায়নের নিমিত্ত নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালকের নিকট

আবেদন করিতে হইবে। নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে আবেদনকারী সংস্থার পূর্ববর্তী ৫(পাঁচ) বছরের কর্মকান্ড সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহা ব্যুরো কর্তৃক যাচাই করা হইবে।

৯। এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোন বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে তাহাদের সংগৃহীত বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকিবে যে-

(১) সাহায্য গ্রহণকারী এনজিও এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা প্রণীত প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রমের রূপরেখা ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। প্রকল্প প্রস্তাবে সাহায্য গ্রহণকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও অর্থ ব্যয়ের রূপরেখা থাকিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্প অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক হইয়াছে কি না অর্থ প্রদানকারী সংস্থা তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

১০। প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়করণঃ

(১) প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন এনজিও বৈদেশিক অনুদানের মাধ্যমে কোনরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেনা এবং এনজিও সমূহের কর্মকান্ড অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(২) স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ ও ব্যয়ের জন্য ব্যুরোর নির্ধারিত ফরমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে তাহা অনুমোদন ও অর্থছাড়করণের জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) ব্যুরো প্রকল্প প্রস্তাব প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া তাহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত প্রকল্প ছক তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা সেল দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে পরীক্ষা করে তাদের মতামত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোক জানাইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে বিবেচ্য প্রকল্পের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি নাই বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে এবং সেই মোতাবেক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়করণ করিবে। তবে পার্বত্য তিনটি জেলায় কার্যক্রম শুরুর পূর্বে এনজিও সমূহকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে অনুমতি/অনাপত্তি সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) যদি প্রকল্পের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তি থাকে অথবা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ থাকে তবে আপত্তি বা পরিবর্তনের কারণসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিস্তারিত অবহিত করিবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উক্ত আপত্তি বা সুপারিশসমূহ গ্রহণ করিতে পারিবে অথবা আপত্তি .বা পরিবর্তনের কারণসমূহ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাহা অগ্রহণযোগ্য মনে হইলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৫) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রযোজনবোধে প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া তাহা অনুমোদন করিতে পারিবে। তবে অনুরূপ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট এনজিও এর মতামত ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করিতে হইবে।

(৬) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কর্মসূচী তাৎক্ষনিকভাবে পরিচালনা করিতে উদ্যোগী এনজিওসমূহ ব্যুরোর নির্ধারিত ফরমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে। আবেদন ও তথ্যাদি যথাযথ হইলে মহাপরিচালক ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রকল্প অনুমোদনসহ বৈদেশিক অনুদান (নগদ বা সামগ্রী) অবমুক্তির আদেশ জারী করিবেন।

১১। বিদেশী বিশেষজ্ঞ/উপদেষ্টা/কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ

(১) ব্যুরোর অনুমোদিত প্রকল্পে বিদেশী বিশেষজ্ঞ/উপদেষ্টা/কর্মকর্তা নিয়োগের সংস্থান থাকিলে তাদের নিয়োগ/নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি/নিরাপত্তা ছাড়পত্র এর বিষয়ে নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। নিয়োগ প্রস্তাবসমূহ ব্যুরোর অনুমোদিত জন মাসের (man-month) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, নিরাপত্তা ছাড়পত্র-এর বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে কোন বিদেশী ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

১২। বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ ও ব্যবহার ঃ

(১) প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করিবার সময় এনজিওসমূহ প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত প্রথম বছরের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন ব্যুরোর নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদনপত্রের সাথে প্রথম কিস্তির বৈদেশিক মুদ্রার ছাড়পত্র প্রদান করিবে। অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য পরবর্তী বছরের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন ব্যুরোর নির্ধারিত ফরমে পূরণ করিয়া দাখিল করিতে হইবে এবং একই সাথে পূর্ববর্তী বছরের গৃহিত বৈদেশিক অনুদানের বিবরণী নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) হিসাবের সুবিধার জন্য প্রত্যেক এনজিও একটি মাত্র ব্যাংক একাউন্টের (মাদার একাউন্ট) মাধ্যমে সমুদয় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিবে। প্রকল্পটি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদনের পূর্বে কোনক্রমেই উক্ত ব্যাংক একাউন্ট হইতে প্রাসংগিক প্রকল্পের টাকা উত্তোলন করা যাইবে না। প্রকল্পভিত্তিক পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকিতে পারিবে। তবে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্পের টাকা উত্তোলন/ব্যয় করা যাইবে না।

(৩) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে ব্যুরো কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ এবং ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অনুদানের উপর প্রাপ্ত সুদের অর্থ ব্যবহারের জন্য এনজিওসমূহ ব্যুরোর নির্ধারিত ফরমে অনুমোদন করিয়া নিবে। তবে প্রকল্প প্রস্তাব মূল প্রকল্প হইতে ভিন্ন ধর্মী হইলে প্রচলিত অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করিবে।

১৩। বৈদেশিক অনুদানের হিসাব সংরক্ষণ ঃ

(১) প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত অথবা বিদেশ হইতে প্রেরিত কিন্তু দেশীয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সকল অর্থ সাহায্য যে কোন সিডিউল ব্যাংকের একটি মাত্র নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টের (মাদার একাউন্ট) মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোন ব্যাংক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অর্থছাড়ের অনুমোদন পত্র ব্যতীত বৈদেশিক অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট এনজিওকে প্রদান করিতে পারিবেনা।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত এ প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার যান্মাসিক হিসাব প্রতি বছর জুলাই ও জানুয়ারী মাসে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করিবে।

(৪) খরচের ভাউচারসমূহ সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৫ বছর সংরক্ষিত থাকিবে। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ তাদের খরচের ভাউচারের অনুলিপি ৫ বছর সংরক্ষণ করিবে।

(৫) যথাযথ নিরীক্ষা মানদণ্ড অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি বৈদেশিক সাহায্যের হিসাবের বইসমূহ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে

(ক) বৈদেশিক সামগ্রি সাহায্যের ক্ষেত্রে এফডি-৫ ফরমে এবং

(খ) বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ক্যাশ বই এবং লেজার বইয়ের মাধ্যমে।

(৬) উপধারা (৫) এর দফা (খ)-তে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হিসাব অর্ধ-বাৎসরিক ভিত্তিতে সংরক্ষিত হইবে। একটি ১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর এবং অপরটি ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে জুনের ভিত্তিতে সংরক্ষিত হইবে।

১৪। বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশন (এককালীন) গ্রহণ ও ব্যবহার ঃ

(১) বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশন (নগদ বা সামগ্রি) গ্রহণ এবং প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই ব্যুরোর/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কন্ট্রিবিউশনটি স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট হইলে কন্ট্রিবিউশন প্রাপ্তির জন্য মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিকট আবেদন করিতে হইবে। কন্ট্রিবিউশন প্রাপ্ত সংস্থাটি ব্যুরোতে নিবন্ধিত হইলে এই জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত আবশ্যক হইবে না। তবে কন্ট্রিবিউশন প্রাপ্ত সংস্থাটি ব্যুরোতে নিবন্ধিত না হইলে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কন্ট্রিবিউশন গ্রহণের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) এনজিও বহির্ভূত কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করিবে।

(৪) কন্ট্রিবিউশন গ্রহণকারী এফসি-১ ফরমে এবং প্রদানকারী এফসি-২ ফরমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে (যেখানে প্রযোজ্য) ৫টি অনুলিপি সহকারে আবেদন করিবে।

(৫) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আবেদন প্রাপ্তির পর দুই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং কন্ট্রিবিউশন অবমুক্তির অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকে প্রদান করিবে। কন্ট্রিবিউশন গ্রহণকারী কন্ট্রিবিউশন ব্যবহারের ৬ সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

১৫। **পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষমতা ঃ**

(১) ব্যুরো, তৎকর্তৃক অনুমোদিত এনজিও'র কোন স্বেচ্ছাকার্যক্রম ও উহার অগ্রগতি সময় সময় পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে মহাপরিচালক, কর্মকর্তা বা বহিঃ মূল্যায়নকারী (third party evaluator) নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের বিভাগের মধ্যে কর্মরত এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করিবেন। বিভাগীয় কমিশনারের পক্ষে একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এ কাজটি সম্পাদন করিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসকগণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে তাদের নিজ নিজ এলাকার এনজিওদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় জেলার এনজিওসমূহের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করিবেন। এনজিও'র কোন ধরণের অনিয়ম/স্বেচ্ছাচারিতা পাওয়া গেলে জেলা প্রশাসকগণ বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অবহিত করিবেন।

(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ তাদের নিজ নিজ এলাকায় এনজিওদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবেন। পরিবীক্ষনে কোন এনজিও'র অনিয়ম/স্বেচ্ছাচারিতা পাওয়া গেলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতিমাসের মাসিক সমন্বয় সভায় জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করবেন।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন/১৯৯৮ এর ২২(ছ) উপানুচ্ছেদ মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলাসমূহে কর্মরত এনজিও কার্যাবলীর সার্বিক সমন্বয় তদারকী করিবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বা প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তির পর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অধিদপ্তর এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত এলাকায় সংশ্লিষ্ট এনজিওর কার্যক্রম মূল্যায়ন করিতে পারিবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে মধ্যমেয়াদী মূল্যায়নও করিতে পারিবে

এবং মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে কার্যক্রম সন্তোষজনক বিবেচনায় তাদেরকে কার্যক্রম সম্প্রাসরণের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করিবে।

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকিবে। কমিটি প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনজিওদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয় করিবে। কমিটির গঠন হইবে নিম্নরূপ ঃ

ক.	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ	- আহ্বায়ক
খ.	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	- সদস্য সচিব
গ.	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
ঘ.	সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক	- সদস্য
ঙ.	সংশ্লিষ্ট সরকারী অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	- সদস্য
চ.	জেলায় কর্মরত সকল এনজিও'র একজন করে প্রতিনিধি	- সদস্য
জ.	এডাব-এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
ঝ.	সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কেল চীপ অথবা তার প্রতিনিধি	- সদস্য

(৭) এনজিওসমূহ নিয়মিত তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে কমিটির আহ্বায়ক বরাবরে অগ্রগতি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করিবে। প্রতিবেদনের অনুলিপি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৮) পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সময় প্রত্যেক এনজিও হিসাব বহি ও দলিলাদি পেশ করিবে এবং চাহিদা অনুযায়ী সংশিষ্ট বিবরণী ও তথ্যাবলী সরবরাহ করিবে।

(৯) এনজিও কর্তৃক হিসাব বহি, নথি, বিবরণী বা তথ্যাবলী সরবরাহের ব্যর্থতা এই আইনের লংঘন হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(১০) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, মহাপরিচালক, সুষ্ঠু কার্য-সম্পাদনের সুবিধার্থে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

(১১) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হইলে মহাপরিচালক উক্ত কমিটির কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(১২) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন এনজিও, স্বেচ্ছা সহায়তা প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন প্রকল্পের স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী মূল্যায়ন করা যাইবে।

১৬। পর্ষদ ঃ

ব্যুরোতে নিবন্ধিত প্রতিটি এনজিওর একটি পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদ থাকিবে। সাধারণ পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ২১ জন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ৭ জন হইবে।

১৭। **পর্ষদের কার্যক্রম স্থগিত বা বিলুপ্তকরণের ক্ষমতা ঃ**

সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন এনজিও কর্তৃক তহবিলের অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে ব্যবহার এবং আইনের কোন শর্ত পূরণে ব্যত্যয় অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার কোনো ব্যত্যয় অথবা কোন বেআইনী কার্যকলাপে সম্পৃক্ততা রহিয়াছে তখন ব্যুরো দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে, সংস্থাকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া উক্তরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে না।

১৮। **নিরীক্ষা ও হিসাব ঃ**

(১) প্রত্যেক এনজিওকে ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ছকে হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) এইরূপ এনজিও'র অনুমোদিত প্রকল্পভিত্তিক হিসাব ব্যুরো কর্তৃক নির্দেশিত সংস্থা, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নিরীক্ষিত হইতে হইবে এবং এইরূপ নিরীক্ষিত হিসাবের দুইটি কপি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বৎসর সমাপ্তির ০২ (দুই) মাসের মধ্যে ব্যুরোর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

উল্লেখ্য, কোন এনজিও কর্তৃক লিখিতভাবে যথাযথ কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ব্যুরো নিরীক্ষিত হিসাব দাখিলের সময়সীমা আরো অনধিক ০১(এক) মাস বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) এইরূপ এনজিও কর্তৃক প্রত্যেক প্রকল্প বৎসর সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প ভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন ব্যুরোর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

উল্লেখ্য, কোন এনজিও কর্তৃক লিখিতভাবে যথাযথ কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ব্যুরো বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা আরো অনধিক ০১(এক) মাস বর্ধিত করিতে পারিবে।

১৯। **প্রতিবেদনঃ**

(১) প্রত্যেক এনজিও বা স্বেচ্ছা সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বাৎসরিক অর্থ্যাৎ, ১ জানুয়ারি হইতে ৩১ ডিসেম্বর সময়কালীন প্রতিবেদন পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিন সময়ের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করিবে।

(২) মহাপরিচালক কোন এনজিও বা স্বেচ্ছা সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে উক্ত এনজিও বা স্বেচ্ছা সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাকে প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য যৌক্তিক সময় প্রদান করিতে হইবে।

২০। এনজিওর নিবন্ধন **বা কার্যক্রম স্থগিতের ক্ষেত্রে করণীয় ঃ**

এই আইনের অধীন কোন এনজিও নিবন্ধন বাতিল হইলে, অথবা সংস্থার নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে, অথবা অন্য কোন কারণে সংস্থা বিলুপ্ত হইলে মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(১) কোন ব্যাংক বা ব্যক্তি যাহার নিকট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বা ব্যক্তির অর্থ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, সিকিউরিটিজ অথবা অন্য কোন সম্পত্তি গচ্ছিত রহিয়াছে তাহাদিগকে উক্ত সম্পদ মহাপরিচালকের লিখিত নির্দেশ ব্যতীত বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা;

(২) কোন এনজিও'র কার্যক্রম গুটাইয়া নেওয়ার জন্য মোকদ্দমা দায়ের ও সংস্থার পক্ষে মোকদ্দমায় অংশ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ;

(৩) এনজিও'র সকল দায়-দেনা পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ বা সম্পদ সরকারী তহবিলে স্থানান্তর বা বিলুপ্ত এনজিও'র অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্বলিত অন্য কোন এনজিও'র নিকট হস্তান্তরের আদেশ প্রদান;

(৪) উপধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারের অনুরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা;

(৫) কোন এনজিও স্বেচছায় তাহার গঠণতন্ত্র অনুযায়ী স্বীয় কার্যক্রম বন্ধ বা বিলুপ্ত করিতে চাহিলে উক্তরূপ ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে।

২১। **সমন্বয় ও সহযোগিতা ঃ**

স্বেচ্ছা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সরকারকে উপদেশ প্রদানের জন্য নিবন্ধিত আগ্রহী এনজিওদের সমন্বয়ে সংগঠন করা যাইবে:

তবে উক্ত সংগঠন এই আইনানুযায়ী কোন সংস্থা হিসাবে গণ্য হইবে না এবং ইহা কোন স্বেচছাসেবী কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে না।